মতলব হাসিল করতে

ইতিহাসের আদ্যশ্রাদ্ধ করছে বিজেপি

সংস্কৃতে একটি শ্লোক আছে — তাবৎ শোভতে মূর্খঃ/ যাবৎ কিঞ্চিৎ ন ভাষতে। অর্থ — মূর্খ যতক্ষণ কথা না বলে ততক্ষণই ভাল। দেশের উত্তর থেকে দক্ষিণে বিজেপি নেতাদের 'জ্ঞানগর্ভ' ভাষণের বহর দেখে শ্লোকটি মনে পড়ে গেল।

তাজমহল দিয়ে শুরু। উত্তরপ্রদেশে বিজেপি নেতা সঙ্গীত সোম ১৬ অক্টোবর এক সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে টার্গেট করেন আগ্রার বিশ্বখ্যাত স্থাপত্য তাজমহলকে। মুঘল সম্রাট শাহজাহান স্ত্রী মমতাজের স্মৃতিতে সপ্তদশ শতকে তৈরি করেছিলেন এই অনিন্দ্যসুন্দর সমাধিসৌধ যা বিশ্বের সপ্ত আশ্চর্যের অন্যতম বলে স্বীকৃত। প্রতি বছর এর আকর্ষণে অসংখ্য দেশি-বিদেশি পর্যটকের সমাগম হয়। বিশ্বের মানুষের কাছে ভারতের নামের সঙ্গেই যেন জড়িয়ে আছে তাজমহলের অপরূপ ছবিটি। এই তাজ এখন বিজেপির হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির বিষদৃষ্টিতে পড়েছে। শাহজাহান যেহেতু ধর্মে মুসলমান ছিলেন, তাই বিষ উগরেছেন সঙ্গীত সোম। কয়েকদিন আগে ওই রাজ্যের বিজেপি সরকার তাদের পর্যটন পুস্তিকায় দ্রষ্টব্য স্থানের তালিকা থেকে ছেঁটে দিয়েছে তাজমহলের নাম। সেই প্রসঙ্গ তুলে সোম বলেছেন, তাজমহল ভারতের ইতিহাসে এক কালো দাগ। বলেছেন, শাহজাহান নাকি তাঁর বাবাকে বন্দি করে রেখেছিলেন, হিন্দুদের খতম করতে চেয়েছিলেন। কলঙ্কের এই ইতিহাস পাল্টে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। বেরিয়ে পড়েছে তাঁর জ্ঞানের বহর। ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে যে স্কুলস্তরের জ্ঞানটুকুও তাঁর নেই— প্রকাশ হয়ে গেছে সে কথা।

দিন দুয়েক পরে আসরে নেমেছেন কানপুরের আরেক বিজেপি নেতা, বজরং দলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বিনয় কাটিয়ার। দাবি করেছেন, তাজমহল আদতে ছিল হিন্দু শিবমন্দির তেজোমহল। সংঘবাদী স্বঘোষিত ইতিহাসবিদ পি এন ওকের কথা উদ্ধৃত করে তিনি বলেছেন, তাজমহলের স্থাপত্যই নাকি প্রমাণ করে যে সেটি আদতে ছিল হিন্দু মন্দির।

কাটিয়ারের দাবি নতুন নয়। এ নিয়ে আগেও বিস্তর জলঘোলা করেছেন সংঘ অনুগত হিন্দুত্ববাদী স্বঘোষিত ইতিহাসবিদরা। মামলা গড়িয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। কিন্তু ২০০০ সালে সুপ্রিম কোর্টে তেজোমহলের দাবি নস্যাৎ হয়ে গিয়েছিল শুধু নয়, দাবিদারদেরও বদ্ধ উন্মাদ বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। সম্প্রতি গত আগস্টে একটি মামলা প্রসঙ্গে আর্কিয়োলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া লিখিত ভাবে কোর্টে জানিয়েছে, তাজমহল মুসলিম স্থাপত্যেরই একটি নিদর্শন। মন্দির ভেঙে এটি তৈরি করা হয়েছিল, এমন কোনও প্রমাণ নেই।

উত্তর ভারতের বিজেপি নেতাদের এ হেন অবান্তর আস্ফালনে দেশবাসী যখন চমকে উঠছেন, ঠিক সেই সময়ে দক্ষিণ ভারতে বিস্ফোরণ ঘটালেন আরেক বিজেপি নেতা কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী অনন্তকুমার হেগড়ে, মহীশূরের নবাব টিপু সুলতানকে ধর্মোন্মাদ, নৃশংস খুনি এবং গণধর্ষণকারী আখ্যা দিয়ে। ১০ নভেম্বর টিপু সুলতানের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে সরকারি অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন না এ কথা জানিয়ে লেখা এক চিঠিতে তিনি এই মন্তব্য করেছেন। ইতিহাস বলছে, টিপু সুলতান ছিলেন অষ্টাদশ শতকের প্রগতিশীল মনোভাবাপন্ন এক শাসক। রাজত্ব রক্ষায় ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অসমসাহসী সংগ্রামের জন্য ইতিহাসে প্রসিদ্ধ তাঁর নাম। মারাঠা আক্রমণে তাঁর রাজ্যে কয়েকটি হিন্দু মন্দির ধ্বংস হলে তিনি সেগুলির সংস্কার করেছিলেন। নিজের রাজ্যের অর্থনীতি ও সামরিক প্রযুক্তির প্রভূত সংস্কার করেছিলেন টিপু। পাণ্ডিত্যের জন্যও খ্যাতি ছিল তাঁর। কিন্তু তাঁর উপর বিজেপির রাগ কেন? আসলে টিপু ছিলেন মুসলমান ধর্মাবলম্বী। তাই হেগড়েদের মতো সংঘ পরিবারের সদস্যদের টিপু সুলতানকে একজন হিংস্র, ধর্মান্ধ শাসক বানানো ছাড়া আর কোনও পথ নেই। প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে নেহাতই অজ্ঞ এইসব নেতারা হিন্দুত্ববাদীদের বানানো গালগল্পকেই অভ্রান্ত বলে মনে করেন এবং দেশের লোককে তা বিশ্বাস করাতে চান।

দেশের সকলে ইতিহাসবেত্তা হবেন এটা আশা করা যায় না। কিছু মানুষ মিথ্যা গালগল্পে বিশ্বাস করবেন— এতেও অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। কিন্তু বিজ্ঞানভিত্তিক সত্যের ধারও ধারেন না এমন মানুষজন যখন শাসক হয়ে বসেন, সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে তৈরি মনগড়া কাহিনিকে ইতিহাস নাম দিয়ে দেশবাসীর মগজে সেঁধিয়ে

দেওয়ার ষড়যন্ত্র করেন, বিপদ বাধে তখনই।

বাস্তবে এ তো শুধু মূর্খের বাচালতা নয়, এর পিছনে রয়েছে হিন্দু ভোট সংহত করার পুরোদস্তুর সাম্প্রদায়িক ছক। সেই ছকেই হাঁটছেন সঙ্গীত সোম, বিনয় কাটিয়ার, অনন্তকুমার হেগড়ের মতো বিজেপি নেতারা। আরএসএস নির্দেশিত সেই ছক অনুসরণ করেই হিন্দুত্ববাদীরা ব্যগ্র হয়ে উঠেছে তাজমহল চত্বরে নামাজ পাঠ বন্ধ করে শিবস্ত্রোত্র পাঠের আসর বসাতে।

আসলে এই পথে হাঁটা ছাড়া বিজেপির উপায় নেই। গত তিন বছরে কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদির শাসনে একটু একটু করে 'আচ্ছে দিন'-এর স্বপ্ন শূন্যে মিলিয়ে গেছে। নোট বাতিল, জিএসটি-র ধাক্কায় দেশের সাধারণ মানুষের বেহাল দশা। উন্নয়নের পুরনো ফাঁকা বুলি দিয়ে যে আর ভোট টানা যাবে না— বিজেপি নেতাদের তা বুঝতে বাকি নেই। ফলে মরিয়া বিজেপি আবার হাতে তুলে নিয়েছে সাম্প্রদায়িকতার তাস। মিথ্যা কুৎসা ছড়িয়ে, ইতিহাস বিকৃত করে, ধর্মের নামে মানুষকে মানুষের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দিয়ে ভোট লুটতে চায় তারা। এই ষড়যন্ত্রে জনগণের বিভ্রান্ত হওয়া চলবে না।